অ্যান্ড্রো ও গেরা
ভ্যালেন্তিন তানাসে
স্টেলু পেত্রে
অ্যান্ড্রো ও গেরা
রোমানিয়া থেকে ইংরেজী অনুবাদ : টেরা
বাংলা অনুবাদ : শরদিন্দু প্রামানিক
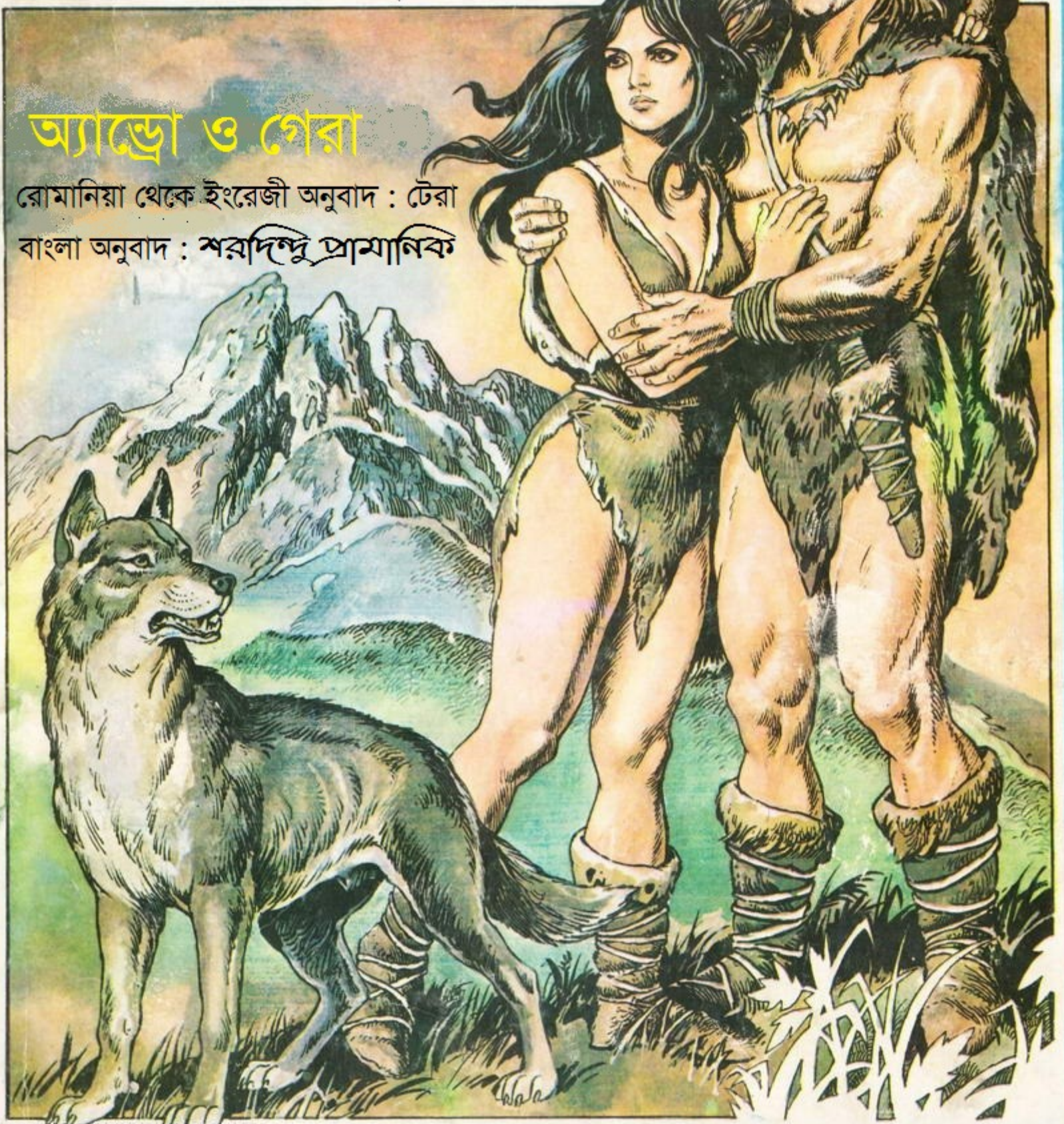
সৃষ্টির পর লক্ষাধিক বছর কেটে গেছে, আমাদের নীল গ্রহ পুরানো হয়ে গেছে। অগণিত সময় লেগে গেছে জ্বলন্ত বায়বীয় গোলক থেকে নিরেট কঠিন পদার্থ হয়ে যথেষ্ট শীতল হয়ে, বেশিরভাগটাই জলে ঢাকা হয়ে থেকে প্রাণ সৃষ্টির উপযোগী হয়ে উঠতে। বইপত্র আমাদের জানায় সবচেয়ে সরল জীবনযাপন থেকে চরম ধীর বিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে ক্রমে ক্রমে উন্নত মানবজাতির প্রকৃতিতে আধিপত্য বিস্তারের বিষ্ময়কর রুপান্তরের কথা।

আমাদের বন্ধু অ্যান্ড্রো ও গেরা একটি কর্কশ, জানা-অজানা বিপদসঙ্কুল কিন্তু দারুণ সুন্দর প্রকৃতির সন্তান। তারা খুব সহজেই "ফরস" নামের কুকুর আর "সেন্টা" নামের বানর বন্ধুর সঙ্গে প্রকৃতিতে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। অন্য মানুষের বিরল জাতি থেকে তারা দূরত্ব রেখে ঘুরে বেড়ায়।

রচয়িতা ও পাঠকের মধ্যের একটি ইঙ্গিতপুর্ণ চুক্তির ভিত্তিতে, কিছু বিচিত্র ঘটনার পর, আমাদের বন্ধুরা অল্প কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই তাদের স্বাভাবিক জীবনের চেয়ে লক্ষ-কোটি বছরের দুরত্ব ও সময় পার করে।

এসব শুধু প্রকৃতির ক্রিয়া-কলাপ আমাদের দেখানোর জন্যই বা যেমন এমিনেস্কু তার প্রথম চিঠিতে বলেন, "এটা বোঝার মত কোনো সক্ষম দুনিয়া বা মন নেই!"

সময়-ভ্রমণ
ফর কিছুর গন্ধ পেয়েছে!
মনে হয় পাতাঝরার পর ঠাণ্ডা সুর্যের দেশে যাওয়া ঠিক নয় ।
আমাদের বন্ধু ওনুক ও তার গোষ্ঠি ওখানে রয়েছে!
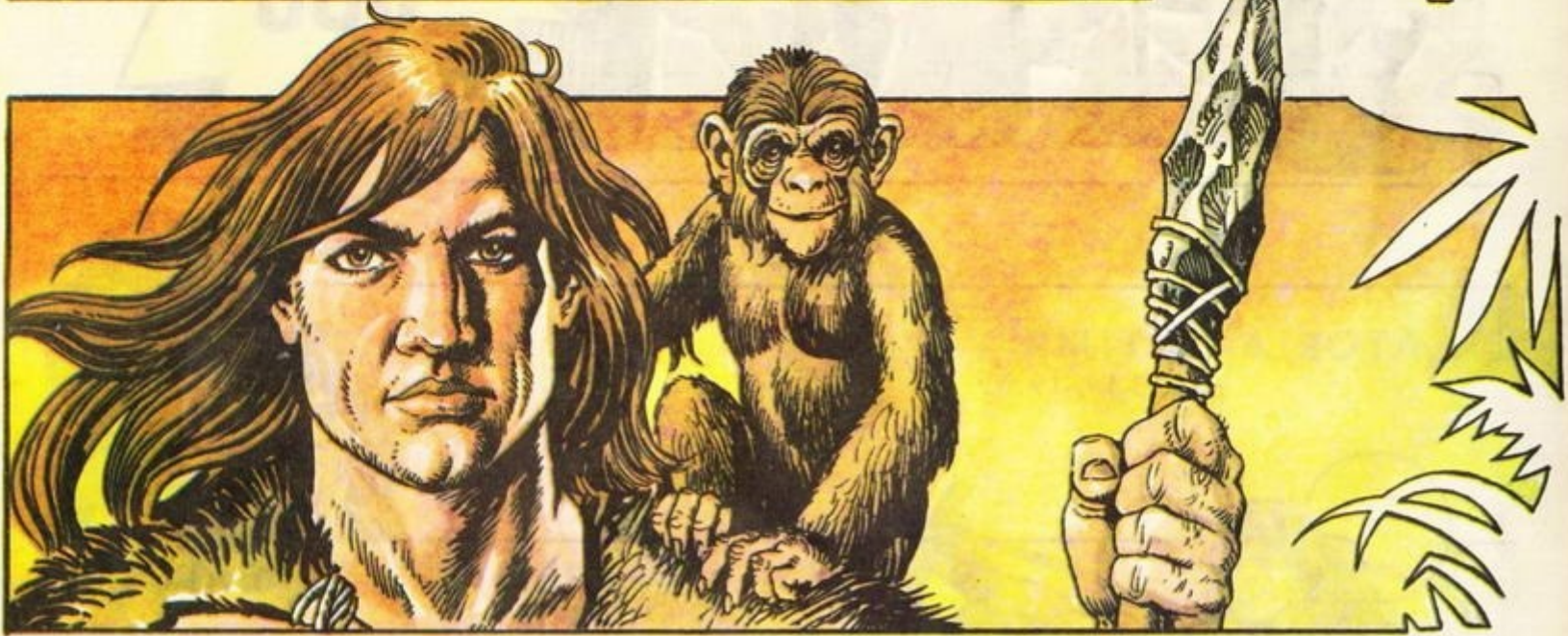
তুষার-ঝড়ের প্রকোপ বাড়ছে! কোথাও আশ্রয় নেওয়া দরকার।

অ্যান্ড্রো, দেখ, পাহাড়ে একটা গর্ত!

একটা গুহা!

প্রথমে একটু আগুন!

এবার পরখ করে নেওয়া!

দেখ, আমাদের আগেও কেউ ছিল এখানে!

কোনোও পশুর যাওয়া-আসার চিহ্ন নেই মানে আমরা এখানে থাকতে পারি!

ওনুক শিকারীর কাছে পৌছানোর আগে অনেকবার সূর্য উঠবে

কিন্তু ওটা ঠান্ডা সূর্য আর আমি উষ্ণ সুর্যের দেশে যেতে চাই!

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই অ্যান্ড্রো প্রথমে আগুন জ্বালালো।
শিকারীদের ঠান্ডা সূর্যের দেশের লোক বলে মনে হচ্ছে না !
প্রাণীগুলোও আশেপাশের বলে মনে হচ্ছে না!
আগুনের কাছেই থেকো, আমি গুহার ভিতরটা দেখে আসছি!
গুহাটা অনেকদুর চলে গেছে, কিন্তু বিপদের কিছু দেখলাম না!
বাইরের তুষার-ঝড়ে না গিয়ে বরং ভিতরে কী আছে তাই খুঁজে দেখি...

এই ছাল গায়ে
আমার মনে হচ্ছে
আস্তে আস্তে গরম
বাড়ছে!
মনে হয়
আমরা গভীরের
আগুন থেকে বেশী
দূরে নেই!

একটু দূরেই একটা
আভা... ফরস, যাও!

কিছুক্ষণ পর
ফরস উৎফুল্ল
হয়ে ফিরে
অ্যান্ড্রোর
কোলে
ঝাপিয়ে পড়ল

আমরা শান্তিতেই
এগোতে পারি।কোনোও
বিপদ নেই...

আমি মুক্ত বাতাসের গন্ধ পাচ্ছি!
ওখানে উপরে বেরোনোর রাস্তা!
ফরস আনন্দে এগিয়ে গেলো, সেন্টা ভাবটা খুশি খুশি...
আর একটু গেরা, বেরোনোর পথ কাছেই...
এইতো আমরা বাইরে!
কিন্তু বাইরে ওদের জন্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল...

তুমি যা চাইছিলে তাই পেয়েছি। তোমার আর সেন্টার পছন্দের জায়গা।
কিছু গড়বড় আছে অ্যান্ড্রো! আমি ভয় পাচ্ছি!
বুউউউম
সাবধান, গেরা! আওয়াজটা...?

ক্রুউম
মাটি নড়ছে! পাহাড় ভেঙে পড়ছে আমাদের উপর।
বুম
মমম
জলদি পাথরের থেকে সরে যেতে হবে!
জলদি এখান থেকে পালাতে হবে!
কিন্তু একটি পাথর গেরাকে আঘাত করল...
আহহ্

অ্যান্ড্রো গেরাকে বাঁচাতে ফিরে এল!
পাথর পড়ে পড়ে গুহামুখ বন্ধ করে মাটির সমান করে দিল। গাছ আর পাথর হয় জলাভুমি নয় মাটির ফাটলগুলো ভরে দিল। অজানা প্রাণী, কিছু বিরাট গিরগিটি ভয়ে পালাচ্ছিল...
অ্যান্ড্রো আমার কী হয়েছিল?
শান্ত হও! তুমি পাথরে চোট পেয়েছিলে, কিন্তু সেরে উঠেছ। এখন সব ঠিক আছে!
মাটির ক্ষোভ শেষ! কিন্তু গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে!

এটা কী ধরণের জায়গা? আমরা আমাদের দেশে ফিরব কীভাবে?

ভেবো না, এর থেকেও কঠিন সমস্যা সমাধান করেছি আমরা।

তা নয়।আমরা ঠান্ডা এলাকা থেকে সরাসরি উষ্ণ এলাকায় চলে এলাম মাত্র কয়েকটা মশাল জ্বলার সময়ে আর এই প্রাণীগুলি কী? আমরা কোথায়?

আমরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে অন্যের এলাকায় এসেছি তাদের সবকিছু দেখতে। এর উত্তর নিশ্চয়ই পাব একদিন। ভয় পেও না। এগোনো যাক!

ফেরার উপায় না থাকায়, অ্যান্ড্রো আর গেরা উত্তরের দিকে চলল...

পথে যেসব গাছ-পালা ও পতঙ্গ দেখল, সবই আনকোরা।

অ্যান্ড্রো, দ্যাখো!
ঝোপ থেকে প্রায় দুই মিটার লম্বা বিশাল একটা গিরগিটির মত প্রাণী বেরিয়ে এল।
ফরস আক্রমণ করতে প্রস্তুত, অ্যান্ড্রো ধনুকে তীর লাগাল...
কিন্তু গিরগিটিটা ওদের দিকে ভাবহীন ভাবে তাকাল, বড় চোয়াল নিয়ে হাই তুলল, তারপর পিছু ফিরল...
...আর লম্বা ফার্ণের বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিকারী ওনুকের বলা "সীমানাহীন জলের" কাছে পৌঁছেছি আমরা।
সারাদিনের ক্লান্তিকর পথ চলার পর, সহসা তারা একটা বাধার সম্মুখে পড়ল-সমুদ্র! বিশাল এলাকা জুড়ে থাকা সৈকত আর খাড়াই পাহাড় তাদের সীমাহীন দিগন্ত দেখতে দিল।
যেসব বিপদে তারা পড়েছিল, তারপর সাঁতার কাটা তাদের অবসর এনে দিল।
জল উষ্ণ, যতক্ষণ খুশী আমরা সাঁতার দিতে পারি। কিন্তু তারপর? কীভাবে এগোব?
অঢেল মাছ রয়েছে, যথেষ্ট কাঠ রয়েছে, আর আমি গুঁড়ি বাঁধতে জানি!
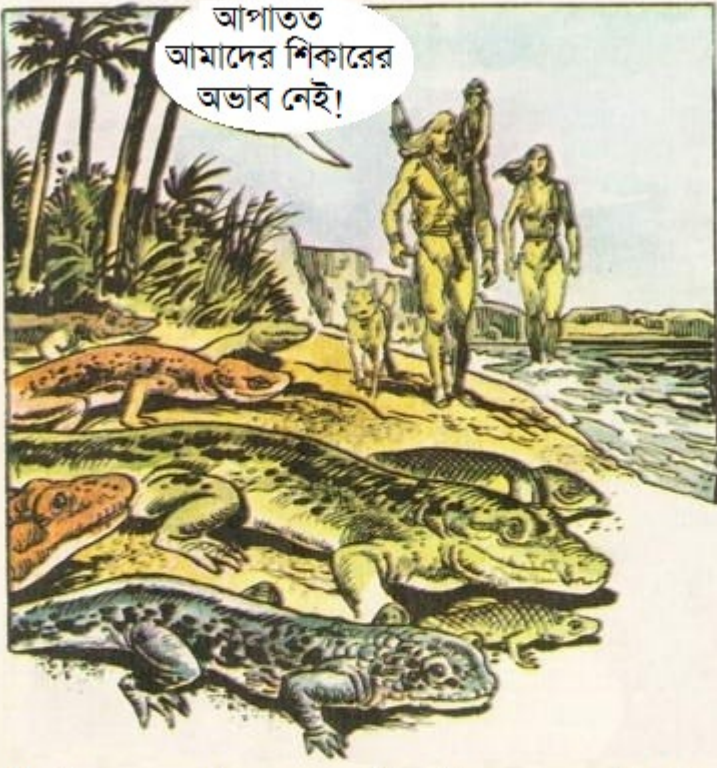
কিছুদিনের মধ্যেই অ্যান্ড্রো যথেষ্ট পরিমাণ গাছ কেটে তীরে এনে ফেলল যাতে গুঁড়িগুলি বেঁধে বড় ভেলা বানানো যায়।

...যাতে সে সেগুলি শক্তভাবে বুনে ভেলার পাল বানাতে পারে।

খাবার আর জলের ভান্ডার পুর্ণ করে অ্যান্ড্রো আর গেরা সাহস বুকে বেঁধে ভাটার সময় রওনা দিল। ওই সুদূর ওপারে কোন আতিথেয়তা বা বিপদ রয়েছে? তারা জানে না। কিন্তু সেগুলি জানার অদম্য বাসনা তাদের সকল ঝুঁকি নিয়ে হলে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ যোগাল।

সমাপ্ত